টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
R
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে মাঘ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 10th Feb. 1971 | ৩৭শ সংখ্যা

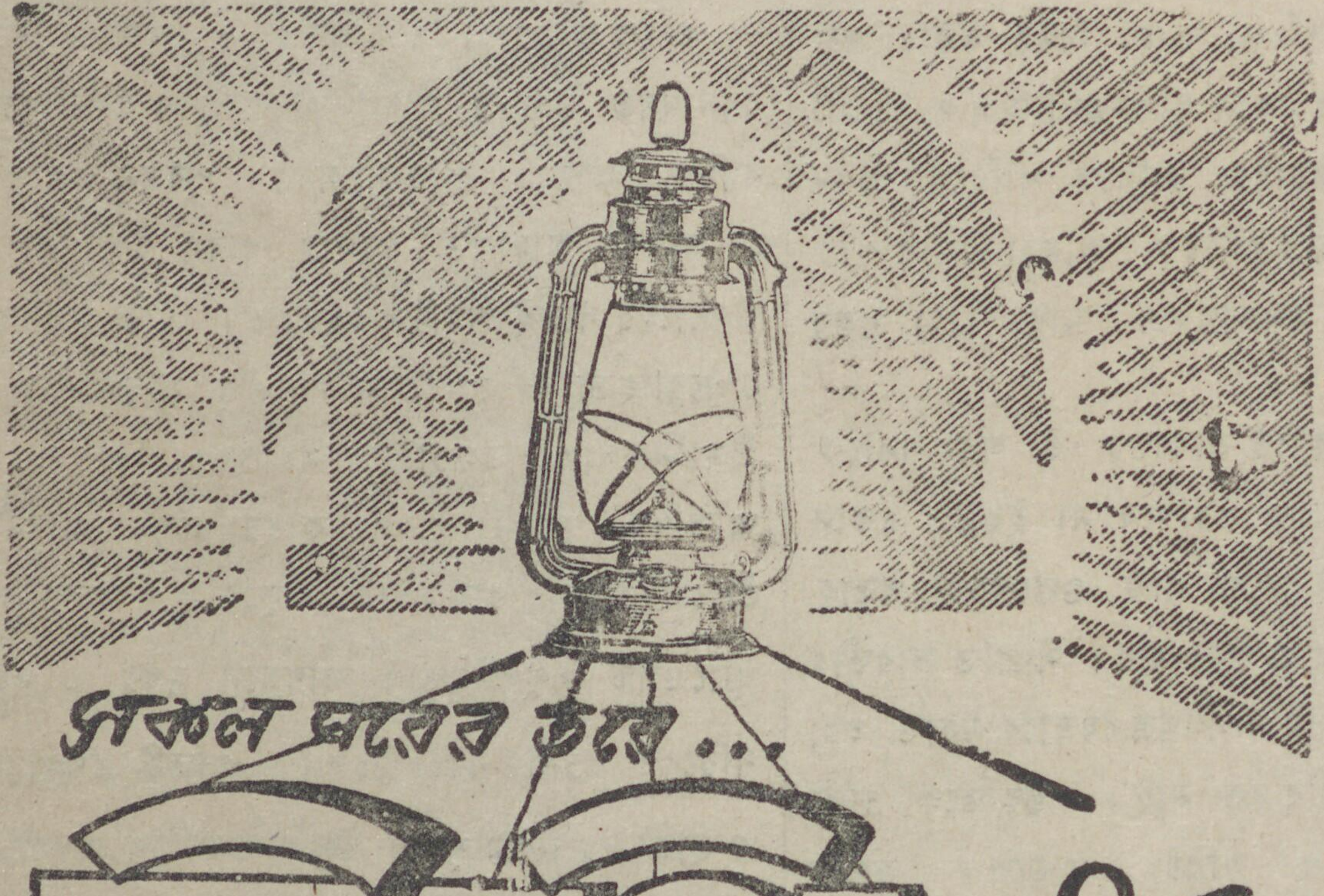
সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
শুভ বিবাহে
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

বড় সাহেব রাগ করিলে
দুনিয়া দেখ অন্ধকার!
ক্যাশ ভেঙেছো শোনেন যখন
ব'লে ওঠেন ড্যাম শূয়ার।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ প্রেমের দোহাই ॥

ভারতের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানের ব্যাপারে পাকিস্তানের ভূমিকা যে কোন সভ্য দেশ কর্তৃক ধিকৃকৃত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। আলোচ্য বিমানটি শ্রীনগর হইতে জম্মু যাইতেছিল; কিন্তু আকাশপথে বিমানের চালককে বিমান-দস্যু দুইজন ভয় দেখাইয়া যাত্রীসহ বিমানটি লাহোরে নামাইতে বাধ্য করে। সংবাদ পাইবামাত্র ভারতের পক্ষ হইতে যাত্রী ও বিমানটি ভারতে পাঠাইবার দাবী জানান হয়। যাত্রীরা স্থলপথে ভারতে আসিলেন। বিমান সম্পর্কে পাকিস্তান যেন ব্যবস্থা করিতেছেন মনে হইল। অন্ততঃ ভারত সেই সদিচ্ছাটুকুর উপর নির্ভর করিয়াছিল। পাকিস্তান যে ব্যবস্থা লইল, তাহা হইতেছে বিমানটি ভস্মীভূত করা। পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে বিমানটি পুড়ান হইল। ঘটনাটির ফলে পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্যে একটি ফাটল ধরিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিছুদিন ধরিয়া পাক-ভারত সম্পর্কের একটি নূতন পথ দেখা যাইতেছিল। সম্প্রতি পাক-নির্বাচনে আওয়ামি লীগের প্রাধান্য থাকায় মনে হইয়াছিল যে, আবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বণিজ্যিক সম্পর্ক বুঝি গড়িয়া উঠিবে; উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ফিরিয়া আসিবে। গত ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত পূর্বপাকিস্তানে যাইবার জন্য পাক সামরিক বিমানকে ভারতের আকাশপথ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেই সামরিক বিমান-সমূহে ত্রাণসামগ্রী অথবা সামরিক সরঞ্জাম কী ছিল, ভারত তাহা যাচাই করে নাই। আর এত সুবিধাদান এবং সৌহার্দের প্রতিদান ভারত এইভাবে পাইল।

উভয় দেশের মধ্যে যে পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহা প্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতার পথ, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া আপনার অগ্রগতি বজায় রাখার পথ, প্রকৃত সহাবস্থানের পথ। ভারতীয় বিমানকে ধ্বংস করার মধ্যে কি ভারত ও পূর্ব্বপাকিস্তানের মধ্যে যে বন্ধুত্ব দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা বিনষ্ট করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কোন পরিকল্পনা ছিল? একটি বিদ্বিষ্ট মনোভাব জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে পাক-কর্ত্তৃপক্ষের কি উদ্দেশ্য হইবে? আমরা বিশ্বাস করি পূর্ব্বপাকিস্তানের জনজাগরণে আর তাহা সম্ভব হইবে না।

পাকিস্তানের কাছে ভারতের এই অবমাননাকে ভারত ভাল চোখে দেখিবে না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দেশে পাক গুপ্তচরচক্র সত্যই ক্রিয়াশীল তাহার কথা শুনা যায়। সম্প্রতি ভারতীয় জরীপসংক্রান্ত গোপন দলিলপত্র যেভাবে উধাও হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুষ্কৃতিকে চাপা দিলে দুষ্কৃতি হু হু করিয়া বাড়িবে। ভারত যদি সর্বক্ষেত্রেই ক্ষমার অবতার সাজিয়া বসে, তবে তাহাকে দুর্বলতা ছাড়া কি বলা যায়? অতীতে দেখা গিয়াছে, পাকিস্তান ভারতীয় সীমান্তে হামলা করিতেছে, ভারত কড়া নোট পাঠাইল। এই রকম কড়া প্রতিবাদের কাগজ কত টন হইয়াছে, আমরা অনুমান করিতে পারি।

পাকিস্তান ভারতীয় বিমানকে ধ্বংস করার যে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহা যেমনই জঘন্য আচরণের পরিচায়ক, অনুরূপভাবে বিমান দস্যুদের ভারতে পাঠাইতে যেভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে পাক স্বরূপ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যেহেতু ঐ বিমান দস্যুদ্বয় ভারতের নাগরিক নয়, অতএব তাহাদিগকে ভারতের হাতে সমর্পণ করার প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ এই জঘন্য কাজকে পাকিস্তান খোলাখুলিভাবে মানিয়া লইল। পাক-কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন যে, ভারত নরমমাটির দেশ, তাই এই স্পর্দ্ধা খাটিবে। আমরা এখন কী দেখিব? আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার কাছে ভারত আবেদন করিবে না, উনো-র দরবারে ছুটিবে? অথবা আগামী নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতির খাতিরে আর নূতন কিছু বলা বা করা হইবে না? আশঙ্কা অনেক কিছুই করা যায়। তবে ভারতের রাষ্ট্রত্ব যেখানে আঘাত খায়, সেখানে গড়িমসি চলিলে তাহার মাশুল দিতে হইতে পারে।

বাৎসরিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

২৮শে জানুয়ারী '৭১ সুন্দর ও সমুজ্জ্বল দিনে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্বতন স্থানীয় ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন মাননীয় মহকুমা-শাসক শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহাশয়। ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মাননীয় শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়। ফুলে ফুলে সুশোভিত প্যাণ্ডেলটি বিপুলজনতার আগমনে মুখর ও মধুর পরিবেশ রচনা করিয়াছিল। প্রতিটি খেলাধূলা ও ছাত্রীদের নিয়ম শৃঙ্খলা উপস্থিত জনগণকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছে। সিনিয়র গ্রুপে শ্রীসংঘমিত্রা মণ্ডল (একাদশ শ্রেণী), ইণ্টারমিডিয়েট গ্রুপে আবুজাহান খাতুন (সপ্তম শ্রেণী) ও জুনিয়র গ্রুপে শ্রীতপশ্রী চৌধুরী (ষষ্ঠ শ্রেণী) চ্যাম্পিয়ন্ শিপ্ অর্জ্জন করিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন মাননীয়া শ্রীগীতা ব্রহ্মচারী। সকল শিক্ষিকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতায় উক্ত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাটি সকলেরই সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা প্রতিষ্ঠানটির অনাগত কল্যাণ কামনা করি।

বিমান নিয়ে বেইমানি

—শ্রীপার্থসারথি রায় চৌধুরী

পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যখন জনস্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী জঙ্গিশাহীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক—এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার নবদিগন্তের প্রান্তদেশে উপস্থিত, যখন এ পাড় বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের লক্ষকোটি কণ্ঠ 'ইন্দিরা মুজিবর জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মন্দ্রিত—ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের কল্যাণ-বিরোধী কম্যুনিষ্ট চীন এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক জঙ্গিসর্দার ইয়াহিয়ার জঘন্য আচরণে শ্রদ্ধেয় মুজিবরের নেতৃত্বাধীন পূর্ব্বপাকিস্তানের সাধারণ মানুষসহ পৃথিবীর প্রতিটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র স্তম্ভিত—হতবাক। বিমান লুণ্ঠন এর পূর্ব্বে বিশ্বের কোথাও কোথাও সংঘটিত হ'য়েছে তবে সে ঘটনার পটভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গভীর পরিতাপের ব্যাপার যে দেশ মনে প্রাণে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী সেই দেশের বিমান লুণ্ঠনকারীদের পাকিস্তান রাজনৈতিক আশ্রয় দিল শুধু তাই নয় বিমান-দস্যুদের সমর্থনে পাকিস্তান নির্লজ্জের মত সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার কোরল এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বিমানটি সুরক্ষিত লাহোর বিমান ঘাঁটিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাকামী সংগঠন 'আলফাতার' পোষা দস্যুদ্বয় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভস্মীভূত কোরেদিল আর আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানী সমরনায়ক ইয়াহিয়া নাবালক দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় কোরল। এই ঘটনার পিছনে যদি পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের যোগ-সাজশ না থাকতো আর পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের যদি বিন্দুমাত্রও সদিচ্ছা থাকতো তা হোলে অন্ততঃ পক্ষে বিমানটিকে অক্ষত অবস্থায় ভারতের মাটিতে পৌছে দেওয়া অসম্ভব হোত না। কাজেকাজেই এই ঘটনার দ্বারা পাকিস্তানের অহেতুক ভারতবিদ্বেষের নগ্ন মানসিকতা আর একবার পৃথিবীর দরবারে প্রমাণিত হোল।

যাত্রীসহ ভারতীয় বিমান লুণ্ঠনকারীদের রাজ-নৈতিক আশ্রয় দিয়ে, যাত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য ভারতের প্রেরিত বিমান প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে এবং বিমানটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভস্মীভূত কোরতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কোরে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও কনভেন-সনের রীতিনীতি লঙ্ঘন কোরেছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল এসেমব্লির পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনে বিমান দস্যুতার বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থনকারী রাষ্ট্র হোয়েও ভারতের বিমান লুণ্ঠনকারীদের নির্দ্বিধায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান কোরল।

যাই হোক এই ঘটনা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এই বিমান দস্যুতার পিছনে যে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী জঙ্গিশাসক এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সুস্পষ্ট এবং সক্রিয় হাত রয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই ঘটনার আসল প্রেক্ষাপট সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল দিনের মত পরিষ্কার হোয়ে গেল যখন পাকিস্তানের বৈদেশিক সচিব ওই দেশের 'প্লেবিসাইট ফ্রন্টে'র সভায় গৃহীত প্রস্তাব আমাদের বিমান এবং বিমান যাত্রীদের মুক্তি দেবার সর্তসাপেক্ষ হিসেবে আমাদের হাইকমিশনারের নিকট উপস্থাপিত কোরল।

এই উপমহাদেশের এপারে কোটি কোটি মানুষ যখন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং ওপারে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক নূতন যুগসূচনার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত—সেই সময় কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র কোরে ভারতীয় বিমান দস্যুতা এবং বিমান দস্যুদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান প্রভৃতি পাকিস্তানের নিছক ভারত বিরোধী কার্য্য কলাপের প্রেক্ষাপটে বিচার কোরলে মারাত্মক ভুল হবে, ভারতের বিরুদ্ধে মার্কীন দালাল পাকিস্তানের বর্তমান ঘৃণ্য আচরণের অন্যতম প্রধান কারণ হোল ইন্দিরা মুজিবরের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আমেরিকা এবং তার দোসর রাষ্ট্রগুলো সুনজরে দেখতে পারেনি কারণ ওরা মর্মে মর্মে এ কথায়ই উপলব্ধি কোরেছে যে এঁদের নেতৃত্ব যদি এই উপমহাদেশে কায়েম হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে চরম খেসারৎ দিয়ে ওদের এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।

ভারতবর্ষের বেলায় স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত—নির্ব্বাচন আগতপ্রায় আর এই নির্ব্বাচন সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে মনে হয় শেষ মোকাবিলা। এই নির্ব্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর যাতে জয়লাভ না হয়, এদেশে আমেরিকার পোষা রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যাতে নির্ব্বাচনে জয়ী হোতে পারে তার জন্য এশিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রধান মুৎসুদ্দি পাকিস্তান ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন কোরবার জন্য পূর্ব্বপরিকল্পিত উপায়ে আমাদের বিমান ছিনতাই করিয়েছে এবং ছিনতাইকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে।

গুণ্ডামী এবং আদর্শবিবর্জিত রাজনীতি একাসনে আসীন হোলে যে বিকৃত বিকিয়ে যাওয়া রাজনীতির উদ্ভব হয় পৃথিবীর রাজনীতিতে বোধহয় পাকিস্তানই তার একমাত্র নিসঙ্গ নজীর। কোটি কোটি পাকি-স্তানী জনগণ যে স্বৈরাচারী জঙ্গীশাসনকে ঘৃণার সঙ্গে বাতিল কোরে দিয়েছে, পাকিস্তানী জন-সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরোধী কাজ করার অধিকার সেই জঙ্গি আমলাদের নেই। পাকিস্তানের এই সব উদ্দেশ্য প্রণোদিত উত্তেজনাসৃষ্টিকারী কার্য্য-কলাপের সমুচিত জবাব ভারতবর্ষ দিতে জানে। আশা কোরব ১৯৬৫'র সেই একচেটিয়া ঠ্যাঙ্গানীর করুণ লজ্জাকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি জঙ্গিপ্রবরেরা এখনও বিস্মৃত হন নি। ১৯৬৫'র পুনরাবৃত্তি কোরতে ভারতবর্ষের মানুষ আন্তরিকভাবে অনিচ্ছুক কারণ আমরা মনে করি ভারত-পাকিস্তান উপমহা-দেশ এক সুমহান অতীতের উত্তরাধিকারী তাই যে কোন মূল্যের বিনিময়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ঘৃণ্য চক্রান্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই উপমহাদেশের জনতা সর্বশক্তি দিয়ে ব্যর্থ কোরে দেবেই। কারণ আমরা—এই উপমহাদেশের লক্ষকোটি সাধারণ মানুষ এক সগ্রামী অতীতের অবিচ্ছিন্ন বর্তমান।

বন্দেমাতরম্

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

নির্বাচনী ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে প্রার্থী মনোনয়নের। জোট গোছানোর পালা ঘরে বাহিরে জোরদার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সংবাদপত্রের বক্ষ নির্ব্বাচনী

সংবাদে পূর্ণ হইয়া শহর-বন্দর-গ্রাম-গ্রামান্তরে আসিয়া সাধারণ মানুষদের আলাপ আলোচনা, বিবাদ-সুবাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শুধু কী তাই? সংবাদপত্রই শুধু সংবাদের কলঙ্কিত চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতেছে না। গ্রাম-বাংলার কুটির-অট্টালিকার দেওয়াল পর্য্যন্ত নির্বাচনী প্রচার পত্রে পর্য্যবশিত হইয়া পড়িয়াছে। দেওয়াল-প্রাচীর আর বাড়ীঘরের আর স্বাভাবিক রঙ অটুট রাখা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। মাটির রঙ আর মেটো থাকিবার উপায় নাই, তেমনি পাকা দেওয়ালের রঙচুনের আর নিজ রূপ অক্ষত রাখা কঠিন হইয়াছে। দিনে রাতে চলিয়াছে প্রচার অভিযানকারীর অভিসার। নির্ম্মভাবে নানা রঙের (চুণ; আলকাতরা) আলপনায় প্রাচীর বক্ষ অনুরঞ্জিত। আগে আগে দেওয়ালে দেখা যাইত প্রাচীর পত্র। নির্ব্বাচন শেষ হইলে পরে তাহা তুলিয়া ফেলা হইত। আর এখন দেওয়ালের বুকে যে বাণী, নাম ও নীতির কথা বিধৃত করিয়া রাখিবার প্রয়াস চলিতেছে তাহা ঘসিয়া মাজিয়া তুলিয়া ফেলিতে অনেক গৃহস্বামীকে আর্থিকদণ্ডে হিম্ সিম্ খাইতে হয়। রঙের তুলিকায় বর্ণমালার বড় বড় হরফগুলি যখন রঙিন হইয়া দেওয়ালকে পুঁথির পাতায় পরিণত করিয়া তোলে তখন পথচারী মানুষের দৃষ্টি কি একটু সচকিত, বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না? মনে হয় পড়ে। কালিমার এমন অনুলেপন নিশ্চয়ই পথিকের দৃষ্টি এড়ায় না। তবে তাহার অন্তরে এ প্রশ্নও জাগে—"এমনভাবে দেওয়ালকে কদর্য্য না করিলে কি চলিত না? প্রচারের আর কী অন্য উপায় নাই?"

এ প্রশ্ন একের নহে—অনেকের।

বিস্মৃত অতীত থেকে

দশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁরা দেশনেতা ছিলেন নির্ব্বাচনের সময় দক্ষ অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করে ভোট প্রার্থী হয়েছিলেন ভোটদাতাদের দুয়ারে দুয়ারে। আজ এক দশক অতীত হলেও তাঁদের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নি। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তাঁরা নিজমুখে দৃপ্ত ভাষণ দিয়ে তৃপ্ত হন। এরা যত বড় নেতা তার থেকে বড় হলেন অভিনেতা। দাদাঠাকুরের লেখা 'নেতা ও অভিনেতা' নামক প্রবন্ধ হতে তাঁদের রূপ ও প্রকৃতি উদ্ধৃত করছি।

—সম্পাদক

নেতা মানে নায়ক যাঁর নীতি জ্ঞান আছে। যাঁর নির্দ্দেশমত চলিয়া তাঁহার অনুগত জনগণ ইচ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁকে লোক নেতা বলিয়া গ্রহণ করে তিনি যদি সত্য সত্যই সুনীতি সম্পন্ন হন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ সকল লোককে সৎপথে চালিত করেন। তাঁহার অনুশাসিত দেশবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করে। তিনি যদি রাজা হন, প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী দুখে দুঃখী হইয়া দিনপাত করে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সেই রাজা ও তাঁহার অনুগত প্রজাগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

রাজা প্রজা পালয়তি
পিতা পুত্রানি বৌরসান্।
পিতুরিব নৃপে তস্মাৎ
বর্ত্তিতব্যং প্রজাগণৈঃ।

অর্থ—রাজা নিজের ঔরসজাত সন্তানের মত প্রজা পালন করেন। প্রজারাও রাজাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে।

ভারত গণতন্ত্র রাজ্য। প্রজাগণই তাঁহাদের মনোমত শাসক ভোট দিয়া নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। আজ প্রায় তের বৎসর এদেশ কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলভুক্ত শক্তিমান লোকদের দ্বারা শাসিত হইতেছে। যিনি একদিন পাকা কংগ্রেসী ছিলেন, গভর্ণর জেনারেলরূপে এদেশ শাসন করিয়াছেন। তিনিই আজ কংগ্রেসী শাসন অপছন্দ করিয়া এই শাসন দূর করার জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া শাসকদলের বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত স্বনামধন্য ব্যবহার-জীবী স্বরাজ্য দলের নেতা বাগ্মী-প্রবর স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর একমাত্র কুলতিলক মাননীয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া এই স্বাধীন দেশকে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছেন। ইনি নেতাও যেমন অভিনেতাও তার চেয়ে আরও বড়। ইনি নিজ মুখে নিজের দৃপ্ত ভাষণ দিয়া তৃপ্ত হন। দেশের দুর্নীত জনগণকে নিকটস্থ আলোক স্তম্ভে ফাঁসি দিবার দৃপ্ত ভাষণ দিয়া এখন দুর্নীতির সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ট্রাইবুনাল বসাইবার কথা শুনিলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। ইনি তাঁহার ভাগ্যগুণে তাঁহার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সীমান্তরক্ষা মন্ত্রী পাইয়াছেন। তাঁহাদের দৃপ্ত ভাষণ ও বীরত্ব ব্যঞ্জকভাবে যাত্রার দলের ভীমও হার মানিয়া যায়। যাত্রার ভীম যেমন তুলো পোরা গদা ঘাড়ে কৃত্রিম গোঁপে চাড়া দিয়া সপ্তমে আওয়াজ তুলিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া

"দাদা, আদেশ যদ্যপি দাও দাসে,
গদার আঘাতে কুরুকুল
করিয়া নির্মূল—
নিষ্কণ্টক করিব পাণ্ডব।"

যুধিষ্ঠির—বৃকোদর ক্ষান্ত হও (বেগে ভীমের প্রস্থান) (আসরে—দুঃশাসনের আবির্ভাব) বেগে ভীমের প্রবেশ দুঃশাসনকে দেখিয়া সাবধান! দুরাচার

কহ যদি কটু ভাষ পুনঃ
পলকে প্রলয় করিব এখনি।
কাঁপিবে মেদিনী আজি
বীর পদ-ভরে।

ভারতের কপালগুণে পণ্ডিত নেহরুর ডাইনে বাঁয়ে যুধিষ্ঠিরের দুই পাশে ভীমার্জ্জুনবৎ স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত রক্ষা মন্ত্রীদ্বয় পূর্ণ বিক্রমে কার্য্য করিতেছে।

পাকীস্তান মুর্শিদাবাদের চর দখল করিল, গরু মহিষ চুরি করিয়া লইয়া গেল। সহকারী বীরদ্বয় বিক্রমপূর্ণ ভাষণ দিলেন—সামান্য সামান্য চুরিতে বাধা দেওয়া সামান্য কাজ। সার্ব্বভৌম অধিকার কাহাকেও দেওয়া হইবে না। টুকেরগ্রাম পাকীস্তান দখল করিয়া নারী নির্য্যাতন করিলেও বীরত্ব ব্যঞ্জক স্বরে শোনা গেল—

এর জন্য প্রতিবাদ ছাড়া
অন্য বাধা নহে সমীচীন।

ডাকঘরে আগুন

গত ৭-২-৭১ তারিখের শেষ রাত্রে কতিপয় দুষ্কৃতকারী নশীপুর রাজবাটী ডাকঘরে অগ্নি সংযোগ করাইয়া দেয়। দুষ্কৃতকারীগণ প্রাচীর টপকাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং অফিস ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। অফিসের চেয়ার, টেবিল এবং রেকর্ড-পত্র সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

পরদিবস সন্ধ্যার সময় জিয়াগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে আগুন লাগিয়া অফিসের রেকর্ড-পত্র ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাও সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতকারীদের কার্য্যকলাপ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এরূপ কার্য্যকলাপে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

পকেটমার ধৃত

গত ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ তরকারীর বাজারে দক্ষিণগ্রামের শ্রীপার্ব্বতীচরণ দত্ত মহাশয়ের পকেট হইতে জনৈক পকেটমার ১৩০ টাকা তুলিয়া লয়। ঘটনাস্থলে তাহাকে ধরা হয় কিন্তু তাহার নিকট টাকা পাওয়া যায় নাই। তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করায় সে তাহার সঙ্গীর নির্দ্দেশ দেয়। তাহার নির্দ্দেশমত জঙ্গিপুর মোটর ষ্ট্যাণ্ডে ঐ লোককে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে ১২০ টাকা পাওয়া যায়।

ভোট

(সু—মো—দে)

আবার আসিল ভোট
সাবধান হও। সচেতন হও
বাঁধো সবে একজোট
ভুলো না ভাঁওতা বুজরুকি বাতে
আসমানী চাঁদ কেহ দিবে হাতে,
তবুও ভুলো না মিথ্যা ধোঁকায়
আজি এই নিবেদন;
'বত্রিশ দফা' কোথায় যাইল?
কোথায় হল সব পণ?
দেশের স্বার্থে সবে ভোট দাও
গণতন্ত্র ও বাংলা বাঁচাও,
বাংলা বাঁচিবে নতুবা মরিবে
ভোটারের ভোটদানে;
এই মনে রেখে সংহার করো
মিটমিটে শয়তানে।

রেকর্ড করার মত

'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী এ, কে, মজুমদারের স্বাক্ষরযুক্ত একটি চিঠি (No 85 (9) Inf/M-E 5, dated, Berhampore, the 5th Feb, '71) পেয়েছেন। উদ্দেশ্য : ৫-২-৭১ তারিখে জেলা-শাসকের বাসভবনে সন্ধ্যা ৭ টায় স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ বিজ্ঞাপন সম্পর্কে আলোচনা।

উল্লেখিত চিঠি রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের ৬-২-৭১ তারিখের ডেলিভারী-মোহরাঙ্কিত হয়ে প্রাপকের হাতে এসেছে। সম্পাদক মহাশয় যাবেন কি? ৫-২-৭১ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টায় অভিনয় সাঙ্গ হয়েছে। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের জেলা আধিকারিক কি করে জানবেন যে এক নদী বিশ ক্রোশের পাল্লা? অভিনয়ের 'হীরো' অভিনন্দন লাভের যোগ্য। আর ঘটনাটিও জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে রেকর্ড করার মত।

সাব্বাশ জনসংযোগ!

ট্রাক চাপায় ছাত্রের মৃত্যু

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সমসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া গ্রামের নিকট জনৈক কলেজ-ছাত্র ট্রাকে চাপা পড়িয়া মারা যায়। এই ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা উভয় দিক হইতে ট্রাক বাস প্রভৃতি যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। খবর পাইয়া সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গমন করায় অবস্থা আয়ত্তে আসে।

সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও সুনিবিড় অধ্যবসায়ে নিশ্চিত অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করা মুর্শিদাবাদ জেলার যাবতীয় লোক-সংগীত ও লোক-সাহিত্যের অনন্যসাধারণ সংগ্রহ ও আলোচনাগ্রন্থ যা লোক-সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ।

পুলকেন্দু সিংহ রচিত—

মুর্শিদাবা[illegible]র লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য

মূল্য—পাঁচ টাকা

এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম, এ, পি, এইচ, ডি; অধ্যক্ষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য; বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্নাতোকোত্তর বাংলা বিভাগ; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভূতপূর্ব রীডার, বিশ্বভারতী।

প্রকাশক—সিগমা পাবলিসার্স—কলিকাতা
যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীসমীরকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এস, সি
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, সিগমা পাবলিসার্স
বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-ই-১, ফ্ল্যাট নং-৩ কলিকাতা—৩৭

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা :—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দি[illegible] আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

NOTICE

In Pursuance of section 57 of the M. V. Act. 1939 (Act IV of 1939), read with sub-rule (b) of rule 57 of the M. V. Rules, 1940, it is notified for information of all concerned that the following number of valid applications as mentioned against the bus routes, have been received in the office of the undersigned, for grant of permanent route permit for the stage carriages to be provided against the route.

Name of the route	No. of Permits	Total No. of valid application received.
(1) Berhampore to Ramporehat	2	23
(2) Jangipore to Gopalpurghat Madhaikhalighat & Sagarpara	2	13
(3) Berhampore to Kaludiarghat Via Hariharapara	1	2
(4) Berhampore to Moregram Via Panchgram	3	13
(5) Berhampore to Jajan	2	2
(6) Berhampore to Panchthupi	1	8
(7) Berhampore to Pirojpurghat	1	1
(8) Kandi to Panutia	1	2
(9) Kandi to Salar	1 (against 2 vehicles)	5
(10) Kandi to Panchthupi	1	3
(11) Kandi to Chiruti	2	1
(12) Kandi to Kandi via Nima Dak-Bunglow, Burwan & Kuli	1	2
(13) Kandi to Lalbagh via Panchgram and Nabagram	2	28
(14) Jiaganja to Lalgola	1	1
(15) Raghunathganj to Farrakka	1	14

The list of these applicants showing names and addresses will be kept displayed on the Notice Board of the R. T. A. for inspection from 1.2.71.

Representation, if any, in connection with the above subject will be received by the undersigned upto 6. 3. 71 for consideration.

The above applications and representations received, if any will be considered by the R. T. A, Murshidabad, at its meeting to be held after 6. 3. 71 in the office of the District Magistrate, Murshidabad.

The actual date of the said meeting will be notified in due course.

Sd/- P. K. Bhattacharjee
Secretary, R. T. A., Murshidabad.